যুগান্তর

তারিখ ... 15 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...৫...

টঙ্গীবাড়ীতে এসএসসি ফরম পূরণের নামে অর্থ বাণিজ্য

টঙ্গীবাড়ী (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

টঙ্গীবাড়ী উপজেলার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোয় এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হয়েছে। এ উপজেলার ১৭টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫টি বিদ্যালয়ে কোচিংয়ের নামে এ অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকার ফরম পূরণ বাবদ ১ হাজার ৬৯৫ টাকা নির্ধারণ করলেও এসব বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা আদায় করছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। একাধিক অভিভাবক বলেন, আলু রোপণের এ মৌসুমে আমাদের সন্তানদের এত টাকা দিয়ে ফরম পূরণ করতে আমরা হিমশিম খাচ্ছি। তারপরও বাধ্য হয়ে সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে অতিরিক্ত ফি দিয়েই ফরম পূরণ করতে বাধ্য হচ্ছি। সরেজমিন, বেতকা ইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ওই বিদ্যালয়ে উপজেলার সবচেয়ে বেশি ৫ হাজার ১০০ থেকে ৫ হাজার ৩০০ টাকা ফরম পূরণ বাবদ আদায় করা হয়েছে। এর মধ্যে কোচিং বাবদ ৩ হাজার ৬০০ এবং ফরম পূরণ বাবদ ১ হাজার ৭০০ টাকা নেয়া হয়েছে বলে জানান শিক্ষার্থীরা। এছাড়া স্বর্ণগ্রাম রাধানাথ উচ্চবিদ্যালয়, আবদুল্লাহপুর উচ্চবিদ্যালয়ে সরেজমিন জানা যায়, স্বর্ণগ্রাম রাধানাথ উচ্চ বিদ্যালয় ফরম পূরণ বাবদ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ৪ হাজার থেকে ৪ হাজার ৫০০ টাকা, আবদুল্লাহপুর উচ্চবিদ্যালয় ৪ হাজার ৬০০ টাকা নেয়া হয়েছে। এদিকে উপজেলার ব্রাহ্মণভিটা উচ্চবিদ্যালয়, পাঁচগাঁও আলহাজ ওয়াহেদ আলী দেওয়ান উচ্চবিদ্যালয়, বালিগাঁও উচ্চবিদ্যালয়, বানারী বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়, দীঘিরপার এসি ইন্সটিটিউট, পুরা ডিসি উচ্চ বিদ্যালয়, গণি করিম উচ্চবিদ্যালয়ে ফরম পূরণের নামে ৪ হাজার থেকে সাড়ে ৪ হাজার টাকা নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে বেতকা ইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহিউদ্দিন আল মামুন বলেন, সরকারি নির্ধারিত ফি নেয়া হয়েছে। কোচিংয়ের বিষয়টি সে অস্বীকার করে অতিরিক্ত ক্লাস বাবদ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী টাকা নেয়া হয়েছে বলে জানান। এদিকে স্বর্ণগ্রাম রাধানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল হাই সরকারি নিয়ম অনুযায়ী অতিরিক্ত ক্লাস বাবদ টাকা নেয়া হয়েছে বলে দাবি করেন। এ ব্যাপারে টঙ্গীবাড়ী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা খালেদা পারভীন জানান, অতিরিক্ত টাকা নেয়ার ব্যাপারে আমিও অভিযোগ পেয়েছি। সরেজমিন গিয়ে অতিরিক্ত ক্লাস বাবদ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কিছু বিদ্যালয় এবং কিছু নিয়মবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত টাকা নেয়ার অভিযোগ পেয়েছি। অভিযুক্ত বিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।